একদিন বেঁকি দাঁও করেতে ধরিয়া।
বলে 'যে আসিবি তারে ফেলিব কাটিয়া।।'
ক্রোধিতা হইল দেবী যেন উগ্রচণ্ডা।
বেঁকি দাঁও হাতে নিল যেন খরখাণ্ডা।।
তাহা দেখে ভয় পেল যত পাষণ্ডেরা।
ভীত হয়ে উত্তর না করিল তাহারা।।
"মেয়ের স্বভাব নাই" হ'য়ে হরিবোলা।
সে কারণে লোকে বলে তীর্থরাম বালা।।
আর শুন তাহার চরিত্র গুণগান।
হরিপ্রেম রসে মেতে বলে হরিনাম।।
বিবাহিতা হ'য়ে ছিল বোড়াশী গ্রামেতে।।
তার পতি মরিল সে অল্প বয়সেতে।।
রূপবতী অতিশয় যৌবন সময়।
ঠাকুর যাইত তথা সময় সময়।।
ঠাকুরে করিত তীর্থ পিতৃ সম্বোধন।
ঠাকুর জানিত তারে কন্যার মতন।।
ক্ষণে তীর্থ ক্ষণে মা! মা! বলিয়া ডাকিত।
মাঝে মাঝে বোড়াশী করিত যাতায়াত।।
একদিন তীর্থমণি পাকশালা ঘরে।
ঠাকুরকে মনে করি ভাসে অশ্রুনীরে।।
পায়স পিষ্টক রাঁধি পাকশালে বসি।
মনে ভাবে বাবা যদি আসিত বোড়াশী।।
স্বহস্তে তুলিয়া দিতাম শ্রীচন্দ্র বদনে।
এত ভাবি অশ্রুধারা বহিছে নয়নে।।
দিবা অবসান প্রায় এমন সময়।
সকলে খাইল তীর্থ কিছু নাহি খায়।।
বদন বিশ্বাস বলে বধূমা'র ঠাঁই।
'খাও গিয়ে বধূ বলে ক্ষুধা লাগে নাই।।'
মীরাবাঈ রাঁধিতেন খিচুড়ির ভাত।
প্রীত হ'য়ে খেত গিয়ে প্রভু জগন্নাথ।
সেই মত মহাপ্রভু তীর্থমণি ঘরে।
চলিলেন ভক্তি-অন্ন খাইবার তরে।।
তীর্থমণি গৃহে প্রভু গেলেন যখন।
জল আনি তীর্থমণি ধোয়ায় চরণ।।
কেশ-মুক্ত-করি পাদপদ্ম মুছাইয়ে।
করিছেন পদসেবা আসনে বসা'য়ে।।
পায়স-পিষ্টক-আদি ব্যঞ্জন শাল্যন্ন।
অগ্রে তুলে রেখেছিল ঠাকুরের জন্য।।
ঠাকুরের সেবা পরে প্রসাদান্ন যাহা।
তীর্থমণি যতনে ভোজন কৈল তাহা।।
তাহা দেখে সবে বলে বদনের কাছে।
'দেখগে এখনে বৌ'র ক্ষুধা লাগিয়াছে।।'
কেহ গিয়া জানাইল বদনের ঠাঁই।
'দেখগে বধুর ঘরে নাগর কানাই।।'
ইতি-উতি বদন ক'রেছে অনুমান।
ভাবে বধূ হ'তে বুঝি গেল কুলমান।।
বদন বিশ্বাস বলে ঠাকুরকে রুষি।
দেখ প্রভু আর তুমি এস না বোড়াশী।।
চিরদিন জানি মতো'দের ব্যবহার।
মানা করি মোর বাড়ী আসিও না আর।।
শ্রীহরি গমন কৈল ওড়াকান্দি যেতে।
কেঁদে কেঁদে তীর্থমণি আগুলিল পথে।।
মহাপ্রভু নিজ ধামে করিল গমন।
'বাবা! বাবা! বলে তীর্থ করিল ক্রন্দন।।
দিবানিশি অই চিন্তা মুদে' দ্বিনয়ন।
কিছুদিন পরে সিদ্ধ আরোপ সাধন।।
আরোপে প্রভুর রূপ যখনে দেখিত।
নয়ন মেলিলে রূপ দেখিবারে পে'ত।।
মহাপ্রভু থাকিতেন ওড়াকান্দী বসি।
লোকে দেখে প্রভু যেন আছে বোড়াশী।।
ষোড়শ হাজার একশত অষ্টনারী।
প্রতি ঘরে এক কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূর্ণকারী।।
যখন করিত তীর্থ দেখিবারে মন।
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি দিত দরশন।।